অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : ইউরিয়া সার পার্শ্ব প্রয়োগের সময় ২ বার গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। চারা রোপণের ৫০-৬০ দিন পর থেকে মাসে অন্তত ১ বার লতা নেড়েচেড়ে দিতে হবে। এতে মিষ্টিআলুর লতার পর্ব থেকে শিকড় গজানো তথা বাজারজাত অনুপযোগী কন্দমূল উৎপাদন এড়ানো সম্ভব এবং ফলশ্রুতিতে কন্দের আকার ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

বালাইব্যবস্থাপনা

মিষ্টিআলুর বিছাপোকা : প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী বিছাপোকার মথ মিষ্টিআলু গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে অসংখ্য বিছার জন্ম হয়। পাতা খেয়ে ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে। এ আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। যেমন- মেটাসিসটক্স ১-২ মিলি, ডায়াজিনন ২ মিলি, সুমিথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

উড়চুঙ্গা পোকা : আমাদের দেশে মিষ্টিআলুর জমিতে উড়চুঙ্গা পোকার আক্রমণ বেশি হয়। এ পোকা মিষ্টিআলুর গায়ে গর্ত করে খেতে থাকে। উড়চুঙ্গা পোকা দমনের জন্য ক্লোরোপাইরিফস ৪৮ ইসি ২ মিলি/লিটার মাটিতে প্রয়োগ করলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

উইভিল পোকা : মিষ্টিআলুর উইভিল পোকা প্রায় সব দেশে ফসলকে আক্রমণ করে ক্ষতি করে থাকে। আমাদের দেশেও এ পোকার আক্রমণ মিষ্টিআলু সংরক্ষণের সময় বেশি দেখা যায়। এ পোকা মিষ্টিআলু খায় এবং মিষ্টিআলুতে প্রচুর পরিমাণে ছিদ্র করে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আলুগুলো মানুষ ও পশু খাদ্যের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। মিষ্টিআলু গাছের গোড়ার আলুতে মাটি তুলে দিলে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রান্ত মিষ্টিআলু ভালো মিষ্টিআলুর সাথে রাখা যাবে না। জমি তৈরির সময় হেক্টরপ্রতি কার্বোফুরান ৫ জি বা বাসুডিন ২০ জি ২.৫-৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ইঁদুরের আক্রমণ : ইঁদুরের গর্তে বিষাক্ত অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বড়ি দিয়ে গর্তের মুখ ভালো করে বন্ধ করে দিলে ইঁদুর মারা যায়। এজন্য নতুন গর্তে গ্যাসবড়ি দিয়ে আশপাশের সব গর্তে/নালার মুখ মাটি দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে দিতে হবে।

মিষ্টিআলুর কালচে রোগ : কালচে রোগ মাঠের গাছকে অথবা সংরক্ষণকালে মিষ্টিআলুকে আক্রমণ করে থাকে। আক্রান্ত মিষ্টিআলুর ওপর ঘন কালো গোলাকার দাগের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে তা সব আলুতে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলুতে পচন ধরায়। যে কোনো ছত্রাক প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার করলে এ রোগ দমন করা যায়।

সংগ্রহ : চারা রোপণের পর ১৩০-১৫০ দিনের মধ্যে মিষ্টিআলু উঠাতে হবে। ফসল লাগানো থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস সময় লাগে।

ফলন : মিষ্টিআলুর ফলন নির্ভর করে আলুর জাত, আবহাওয়া ও উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। আমাদের দেশে মিষ্টিআলুর গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১২-১৫ টন। আমাদের দেশে মিষ্টিআলু চাষে তেমন একটা যত্ন নেয়া হয় না। যদি ধান, পাট, গোলআলুর মতো মিষ্টিআলু উৎপাদনে যত্ন নেয়া হতো তাহলে আমাদের দেশে মিষ্টিআলুর উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেতো। সামান্য যত্ন নিলে আমাদের দেশে যেখানে প্রতি হেক্টরে ১৫ থেকে ২০ টন মিষ্টিআলু উৎপাদন হয়ে থাকে। উন্নত জাতের মিষ্টিআলু উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন করলে হেক্টরপ্রতি ফলন আমাদের দেশে ৪০ থেকে ৫০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

সংকলন
কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা
ডিজাইন
শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
মুদ্রণ : কৃষি তথ্য সার্ভিস সংখ্যা : ৫০,০০০, এপ্রিল ২০১৬

মিষ্টিআলু

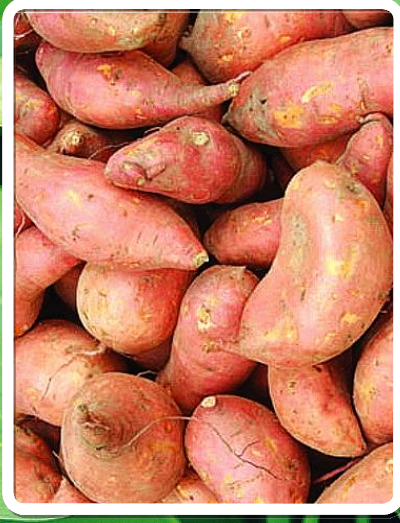

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd

মিষ্টিআলু

মিষ্টিআলুর ইংরেজি নাম **Sweet potato** এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Ipomoea batatus*, পরিবার **Convolvulaceae.** উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের খাদ্য ফসলগুলোর মধ্যে মিষ্টিআলুর স্থান চতুর্থ। মিষ্টিআলু চাষ বেশ লাভজনক। মিষ্টিআলু চাষে খরচ কম, লাভ বেশি। এতে পোকামাকড় ও রোগবালাই নেই বললেই চলে। মিষ্টিআলুর উৎপাদন ক্ষমতাও খুব বেশি। মিষ্টিআলু বিশ্বের অধিক ফলনশীল ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ ফসলটি অত্যধিক খরাসহিষ্ণু। মিষ্টিআলু ভাত ও গোলআলুর চেয়ে অধিক পুষ্টিকর। মিষ্টিআলু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে হালুয়া, চিপস, জ্যাম, জেলি, মিষ্টি এসব তৈরি করা যায়। নদীর চরের বালু প্রধান মাটিতেও মিষ্টিআলু চাষ করা যায়।

মিষ্টিআলুর পুষ্টিমান

খাবারযোগ্য প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টিআলুতে পুষ্টিমান রয়েছে

উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ	৬৮.৫ গ্রাম
আঁশ	০.৮ গ্রাম
খাদ্যশক্তি	১২০ কিলোক্যালরি
আমিষ	১.৫-২.০০ গ্রাম
চর্বি	০.৭ গ্রাম
শর্করা	১৯-২৩ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৪৬ মিলিগ্রাম
লৌহ	০.৮ গ্রাম
বিটা ক্যারোটিন (ভিটামিন এ)	৪০০-১২,৩০০ আ. ইউ
ভিটামিন বি-১	০.০৬ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি-২	০.০২ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি-২	৪.০ মিলিগ্রাম

মিষ্টিআলুর জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) থেকে এ পর্যন্ত ১৩টি উচ্চফলনশীল মিষ্টিআলুর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতগুলো হলো বারি মিষ্টিআলু-১ (তৃপ্তি), বারি মিষ্টিআলু-২ (কমলা সুন্দরী), বারি মিষ্টিআলু-৩ (দৌলতপুরী), বারি মিষ্টিআলু-৪, বারি মিষ্টিআলু-৫, বারি মিষ্টিআলু-৬, বারি মিষ্টিআলু-৭, বারি মিষ্টিআলু-৮, বারি মিষ্টিআলু-৯, বারি মিষ্টিআলু-১০, বারি মিষ্টিআলু-১১, বারি মিষ্টিআলু-১২, বারি মিষ্টিআলু-১৩।

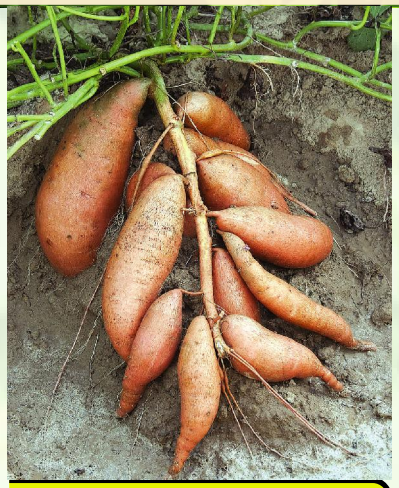

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি : পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ ও অপেক্ষাকৃত জৈবসারযুক্ত উঁচু ও উর্বর মাটিতে মিষ্টিআলু ভালো জন্মে। কাদা মাটি, ক্ষার ও লবণাক্ত মাটি মিষ্টিআলু চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। নদীর চর অঞ্চলে পলিময় জমিতেও মিষ্টিআলু ভালো জন্মে। এ ফসলটি অত্যধিক খরাসহিষ্ণু।

জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি : মিষ্টিআলু চাষের জন্য যে মাটিতে পানি জমে না এবং জমি থেকে পানি বের করে দেয়ার জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

মিষ্টিআলুর জমি ৫ থেকে ৬ বার চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে। জমি থেকে আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের দেশে মিষ্টিআলু চাষের জন্য চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রোপণের জন্য লতা উৎপাদন : রোপণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে লতা উৎপাদন করতে হবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল সংগ্রহের পর মিষ্টিআলুর লতা অথবা কন্দ উঁচু জমিতে বীজতলায় রোপণ করে রাখতে হবে। রোপণ মৌসুমে এসব বীজতলা থেকে লতার শাখা কলম তৈরি করে জমিতে রোপণ করতে হবে। মিষ্টিআলুর বীজতলা উঁচু ও আলো-বাতাসময় হতে হবে। মিষ্টিআলুর লতাকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ সেমি. লম্বা টুকরা করে বীজতলায় লাগাতে হবে। প্রত্যেকটি লতার ৩ ভাগের ১ ভাগ মাটির উপরে রেখে বাকিটা মাটির নিচে সারিতে রোপণ করতে হবে। ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে বীজতলা লতায় ভরে উঠে এবং কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মিষ্টিআলু উৎপাদনের জন্য এসব লতা জমিতে লাগাতে হবে।

রোপণের সময় : অধিক ফলন পেতে হলে কার্তিক হতে অগ্রহায়ণ মাসে মিষ্টিআলুর লতা মূল জমিতে লাগাতে হবে। মিষ্টিআলু আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে চাষ করা হয়।

রোপণ পদ্ধতি : হেক্টরপ্রতি লতার সংখ্যা দরকার ৫৬ হাজার। লতার সাহায্যে মিষ্টিআলুর বংশবিস্তার করা হয়। মিষ্টিআলুর লতা লাইন করে জমিতে লাগাতে হবে। লতা টুকরা করে কেটে রোপণ করতে হবে। লতার মাথা থেকে ১ম ও ২য় খণ্ড রোপণ করা উচিত। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৬০ সেমি এবং লতা থেকে লতার দূরত্ব ৩০ সেমি.। সমতল পদ্ধতিতে লাইন তৈরি করে লাগাতে হবে যাতে ২-৩টি গিঁট মাটির নিচে থাকে।

সার ব্যবস্থাপনা : প্রতি হেক্টর জমিতে মিষ্টিআলু চাষে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা প্রয়োজন তা হলো- গোবর ৮-১০ টন, ইউরিয়া ১৬০-১৮০ কেজি, টিএসপি ১৫০-১৭০ কেজি, এমওপি ১৮০-২০০ কেজি। সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া এবং এমওপি সার রোপণের ৬০ দিন পর সারির পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ : মিষ্টিআলুর লতা লাগানোর পর পরই জমিতে হালকা সেচের ব্যবস্থা করা গেলে লতা বেঁচে যায় ও তাড়াতাড়ি শিকড় ছাড়ে। জমির আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে ২ থেকে ৩টি সেচ দিতে হবে। মিষ্টিআলু গাছ মাটিতে লেগে গেলে ৩০, ৬০ এবং ৯০ দিন পর সেচ দেয়া উচিত।